তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৩২

ভাষা আন্দোলন বিশ্বের সব ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছে

 - মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ভাষা আন্দোলন বিশ্বকে বার্তা দিয়েছে বিশ্বের সকল মাতৃভাষার মর্যাদা সমান। এ আন্দোলন বিশ্বের সব ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছে।

 আজ রাজধানীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বেটার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ সামিটে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে একতাবদ্ধ করে। বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় ২৩ বছর সংগ্রামের মাধ্যমে জাতিকে একতাবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতার প্রথম সোপান।

 সামিটে অন্যান্যের মধ্যে বেটার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাসুদ এ খান, বাংলাদেশে নিয়োজিত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত Vincente Vandillo, ব্রুনাইয়ের রাষ্ট্রদূত হাজী হারিস এবং এসিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৩১

**যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তুলতে হবে**

 **-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা,৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে যুব সমাজের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, একটি সুস্থ জাতি দেশের উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক। সুস্থতা রক্ষায় খেলাধুলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই শিক্ষার্থী-সহ যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে।

আজ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃবেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া উৎসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন ।

ফরহাদ হোসেন আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনেক সময় পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপে খেলাধুলার প্রতি মনোযোগ দেয় না। এতে তাদের জীবন একঘেয়ে পড়ে। তাই, ছাত্র জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করতে পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও গুরুত্ব দিতে হবে। এ সময় তিনি দেশের খেলাধুলাকে আরো এগিয়ে নিয়ে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানান।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বেনাজির আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন । অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. এম ইসমাইল হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি ক্লাবের ফ্যাকাল্টি এডভাইজার মোঃ মেহেদী হাসান স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

দেশের ৯৩ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ক্রিকেট, ফুটবল, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন-সহ মোট পাঁচটি ক্যাটেগরিতে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

#

শিবলী/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৩৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৩০

ধামরাইয়ে বায়ুদূষণ বিরোধী অভিযান

**২টি ইটভাটা ধ্বংস, ২টি কারখানা বন্ধ ও ১৫ লাখ টাকা জরিমানা**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী তামজীদ আহমেদের নেতৃত্বে ধামরাই উপজেলার বাথুলী ও ডাউটিয়া এলাকায় আজ মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী প্রিয়াংকা ব্রিকস ও লাকী ব্রিকস নামক দু’টি ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়। মোট ১২ লাখ টাকা জরিমানা আদায়পূর্বক ইটভাটা দু’টির কার্যক্রম বন্ধ ও স্ক্যাভেটর দিয়ে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। অপর এক অভিযানে জিয়াংসু স্টোরেজ ব্যাটারি লিমিটেড ও আরগাস মেটাল নামক দু’টি ব্যাটারি কারখানার ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ দ্বারা পরিবেশ দূষণের দায়ে ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

 বায়ুদূষণ বিরোধী অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা কার্যালয়ের সিনিয়র কেমিস্ট জহিরুল ইসলাম তালুকদার, সহকারী পরিচালক মাহবুবুর রহমান খান এবং পরিদর্শক মাহমুদা খাতুন উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান, বায়ুদূষণ রোধে চলমান ভ্রাম্যমাণ আদালত অব্যাহত থাকবে।

#

দীপংকর/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৯

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশের স্বার্থকে হত্যা করা হয়েছে

 - নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতোনা, বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের অধিকার আদায় করেছেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) প্রতিষ্ঠা করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশের স্বার্থকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিএসসি’র বহরে এখন ৮টি জাহাজ আছে।

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বিআইডব্লিউটিএ ভবনে ‘বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯’ বিষয়ে একটি পরিচিতিমূলক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জাহাজ মালিকগণ যেন আরো বেশি বেশি জাহাজ ক্রয় বা সংগ্রহ করতে আগ্রহী হন সেজন্য নতুন আইনে সুরক্ষা সুবিধা বিদ্যমান অধ্যাদেশের চেয়ে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে এবং বাংলাদেশের জাহাজ মালিকগণ বেশি বেশি জাহাজ সংগ্রহ বা ক্রয় করলে বাংলাদেশের পণ্য আমাদনি-রপ্তানির জন্য বিদেশি জাহাজ ভাড়া বাবদ ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে এবং বাংলাদেশি নাবিকগণের কর্মসংস্থানের সুযোগও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় অর্থনীতির চাকা আরো গতিশীল হবে।

 পতাকাবাহী জাহাজ আইনটি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ আইনটি বাস্তবায়নে বেশি বেগ পেতে হবে না। কারণ এক্ষেত্রে সবাইকে আন্তরিক।

 নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আবদুস সামাদ ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর সুমন মাহমুদ সাব্বির। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৮

**বাংলাদেশ সফরে আসছেন ইউনিডো মহাপরিচালক**

ঢাকা,৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশ সফরে আসছেন জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইউনিডো) মহাপরিচালক LI Yong। তিনি আগামী ৩-৫ মার্চ বাংলাদেশ সফর করবেন। বাংলাদেশ মিশন, ভিয়েনা এবং ইউনিডো ঢাকা কার্যালয় এটি নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশ সফরে লি ইয়ং পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। ইউনিডো’র কর্মসূচি, অংশীদারিত্ব ও মাঠ অঙ্গীভূতকরণ বিভাগের পরিচালক Zou Ciyong, কৃষিভিত্তিক ব্যবসা বিভাগের পরিচালক TEZERA Dejene, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রোগ্রাম অফিসার Prakash Mishra এবং ইউনিডো’র বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রধান Zaki Uz Zaman প্রতিনিধিদলে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

আগামী ৩ মার্চ সকালে তাঁর ঢাকায় পৌঁছার কথা। মুজিববর্ষ উপলক্ষে তিনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করবেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে সফরসূচি শুরু করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে। এছাড়া, তিনি শিল্প, পররাষ্ট্র, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, অর্থ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হবেন। তিনি টেক্সটাইল, শিপবিল্ডিং, ফার্মাসিউটিক্যাল-সহ বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাত সম্পর্কে সরেজমিনে ধারনা নেবেন। এছাড়া তিনি বিএসটিআই পরিদর্শন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের মেট্রোল্যাব ফ্যাসিলিটি ঘুরে দেখবেন।

সফরকালে তিনি ফেডারেশন অভ্ চেম্বার অভ্ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) আয়োজিত ‘বাংলাদেশের শিল্পখাত এবং জনশক্তির ওপর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব’ শীর্ষক কী-নোট বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

ইউনিডো’র মহাপরিচালক ৬ মার্চ ভোরে ভিয়েনার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের কর্মসূচি রয়েছে।

#

জলিল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৭

**স্কাউট বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সোনার মানুষ গড়তে কাজ করছে**

 **-- শিক্ষা মন্ত্রী**

কক্সবাজার,৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, স্কাউট সৎ, চরিত্রবান, পরিশ্রমী, বিনয়ী, সমাজ হিতৈষী, আত্মনির্ভরশীল ও সুস্থ নাগরিক তৈরিতে কাজ করে। পাশাপাশি নিয়মানুবর্তিতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে ভুমিকা রাখে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা গড়তে যে সোনার মানুষ দরকার স্কাউট সেই সোনার মানুষ গঠনেই কাজ করছে।

মন্ত্রী গতকাল টেকনাফের সাবরাংয়ে জাতীয় পর্যায়ের ২য় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। পাশাপাশি ২০২১ সালের আন্তর্জাতিক স্কাউট জাম্বুরী এই সাবরাংয়ে অনুষ্ঠিত বলে মন্ত্রী অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান কমিশনার ও ক্যাম্প চিফ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোঃ কামাল হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশের অন্যতম পর্যটন এলাকার গ্রামীণ জনপদের জীবন জীবিকার সাথে স্কাউটদের পরিচিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের আয়োজন যুব বয়সীদেরকে দেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করবে।

বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে টেকনাফের সাবরাং, টুরিজম পার্ক এলাকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত স্কাউট ও রোভার এবং যুক্তরাজ্য, নেপাল ও ভারত স্কাউটরা অংশগ্রহণ করে।

#

খায়ের/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৪৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৬

দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা অনুশীলনের আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা অনুশীলনের জন্য সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, যে কোনো সংবাদ সমালোচনামূলক হতে পারে। কিন্তু দায়িত্বহীন বা নেতিবাচক সাংবাদিকতা উন্নয়নের জন্য যেমন ধ্বংসাত্মক হতে পারে তেমনি জাতীয় স্বার্থেও বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

 তৃণমূল পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য রাজধানীর প্রেস ইনস্টিটিউট অভ্ বাংলাদেশ (পিআইবি)’র সম্মেলন কক্ষে ‘শেখ হাসিনার দশ উদ্যোগ এবং উন্নয়ন সাংবাদিকতা’ শীর্ষক সাংবাদিক প্রশিক্ষণ বিষয়ক এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাসস ইনফোটেইনমেন্ট সার্ভিস এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্প দুই দিনব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজন করে।

 মন্ত্রী বলেন, সরকারের নেওয়া উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জীবনে এক জাদুকরী পরিবর্তন এনেছে। ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পটিই দেশের প্রায় দেড় কোটি মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে। সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রতি দেশের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অটুট রাখতে গণমাধ্যম কর্মীদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

 বাসস’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিআইবি’র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মোঃ মফিজুর রহমান।

#

হাসান/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৫

**জুন মাস থেকে ভূমি সেবা দানকারী সকল সংস্থা একই ছাদের নিচে**

ঢাকা,৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সেবা দানকারী সকল দপ্তর ও সংস্থাকে একই ছাদের নিচে এনে জনগণকে ‘এক জায়গায় সকল সেবা’ (One Stop Service) প্রদানের জন্য ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় নির্মাণাধীন ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ এ বছরের জুন মাস থেকে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীকে তেজগাঁওয়ে ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক আজ এ তথ্য জানান।

এ সময় মুজিববর্ষ উপলক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ভূমি সংস্কারক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভূমি ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনের ঘোষণা দেন ভূমিমন্ত্রী।

 ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস’ কার্যক্রম পরিচালনা করলে 'ভূমি সেবা হচ্ছে ডিজিটাল, বদলে যাচ্ছে দিনকাল' এ প্রতিপাদ্যে চলমান ডিজিটাল ভূমি সেবা কার্যক্রম আরো বেগবান হবে বলে মনে করেন ভূমিমন্ত্রী।

২০ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন ২টি বেজমেন্ট-সহ ১৩ তলা ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে ৩১ হাজার বর্গ মিটারের বেশি স্থান সংকুলান হবে। এতে ১৫০টি গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধাও থাকবে। এ ভবনে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড ইত্যাদি অফিস ছাড়াও ফুড ক্যাফে, প্রার্থনা স্থান, ব্যাংক ও বুথ ইত্যাদি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

ভূমিমন্ত্রীর ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ নির্মাণ অগ্রগতি পরিদর্শনের সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মোঃ আবদুল হক-সহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান।

উল্লেখ্য, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের যৌথ তত্ত্বাবধানে ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ নির্মিত হচ্ছে।

#

নাহিয়ান/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮২৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৪

মুজিববর্ষে এক লাখ নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে

 - মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 মুজিববর্ষকে সামনে রেখে দেশজুড়ে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক লাখ নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করবে।

 ‘জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ’ শীর্ষক ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতা (সফল নারী)দের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। আজ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার।

 সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম নারী মুক্তি ও নারী-পুরুষের সমতার কথা ভেবেছেন। এর প্রতিফলন দেখা যায় বাহাত্তরের সংবিধানে। যেখানে অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি নারী-পুরুষের সমতার কথাও বলা আছে। বাল্যবিবাহ নারী অগ্রগতির পথে বাধা। এটি শুধু আমাদের দেশের জন্যই জন্য বিশ্বের অনেক দেশেই এই সমস্যা রয়েছে।

 প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘মুজিববর্ষে বাল্যবিবাহ রোধে মহাপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে যাতে বাংলাদেশকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করা যায় সেই লক্ষ্যে সকলকে কাজ করতে হবে।’

 অনুষ্ঠানে পাঁচটি ক্যাটেগরিতে ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সম্মাননা জানানো হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী হিসেবে গোপালগঞ্জের ফেরদৌসী আক্তার, শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী হিসেবে ঢাকার আখতারী বেগম, সফল জননী হিসেবে মানিকগঞ্জের রেখা রানী ঘোষ, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যোমে জীবন শুরু করেছেন ক্যাটেগরিতে ঢাকার অরনিকা মেহেরিন ঋতু এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য ঢাকার ভেলরী এন টেইলরকে সম্মাননা জানানো হয়।

#

আলমগীর/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৩

পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু চত্বরের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পূর্বাচল শহরে নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু চত্বরের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

 আজ রাজধানীর পূর্বাচল প্রকল্পের সেক্টর ৪ ও ৫ এর সংযোগস্থলে প্রস্তাবিত এ স্থান পরিদর্শন করেন প্রতিমন্ত্রী।

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ সাঈদ নূর আলম, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি আ স ম আমিনুর রহমান, রাজউকের সদস্য ও প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ এ সময় প্রতিমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন।

 পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর চত্বর নির্মাণের সর্বশেষ অগ্রগতির খোঁজ-খবর নেন এবং এটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

 পরে প্রতিমন্ত্রী পূর্বাচল প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। এরপর প্রতিমন্ত্রী রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিকুঞ্জ-১ লেকের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

#

ইফতেখার/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২২

করোনা ভাইরাস নিয়ে গুজব নয়

 ---স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, করোনা ভাইরাস নিয়ে এক শ্রেণির মানুষ গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করছে যা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। মুরগির মাংস খাওয়া, মাস্ক ব্যবহার করা থেকে শুরু করে বিদেশ ফেরত কোন সুস্থ মানুষকে নিয়ে গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাস নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রতিদিনই আপডেট দেয়া হচ্ছে এবং করণীয় বিষয়গুলো বলা হচ্ছে। সুতরাং এ বিষয়ে গুজব ছড়ানো যাবে না এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনার বাইরে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন ধরনের কথায় কান দেয়া যাবে না।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর মহাখালীতে নবনির্মিত নার্সিং অধিদপ্তরের নতুন ভবন পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন।

 করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্যখাত কতটা প্রস্তুত এমন প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্যখাত সবদিক দিয়ে এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। ইতোমধ্যেই দেশের সকল প্রবেশ পথে ২ লাখেরও বেশি মানুষকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে। সন্দেহজনক প্রায় ৭২ জন বিদেশ ফেরত মানুষকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত দেশে একজনও করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়নি। আর কোন কারণে কোন সংক্রমিত করোনা রোগী চলে এলেও তার চিকিৎসার সব ধরনের জোড়ালো প্রস্তুতি দেশের স্বাস্থ্যখাতের রয়েছে।

 নার্সিং পেশায় প্রতিবছর বহুসংখ্যক নার্স প্রবেশ করছে জানিয়ে ও নার্সিং অধিদপ্তরের গুরুত্ব উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, দেশে বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি সব মিলিয়ে ৩৭৬ টি নার্সিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। এখান থেকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২০ হাজার নার্স বের হয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের নীতিমালার আওতায় আনতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারের নীতিমালা পুরোপুরি মেনে চলতে এবং নার্সিং পেশাকে আরো আধুনিকায়ন করতে নার্সিং অধিদপ্তরের গুরুত্ব অনেক। নতুন ভবনের অবকাঠামোগত সব কাজই প্রায় শেষ হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মাসেই ভবনটিতে কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে।

 পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নবনির্মিত ভবনটি পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নূর, নার্সিং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সিদ্দিকা আক্তার-সহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তারা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২১

বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে জাপানের রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, জাপান বাংলাদেশের উন্নয়নের অংশীদার। জাইকা-সহ বেশ কিছু সংস্থা বাংলাদেশে সুনামের সাথে কাজ করছে। জাপান-বাংলাদেশ জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধান করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুদিনের মধ্যে জাপান সফর করবেন। এ সময় বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা কমিশন এবং জাপানের জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশনের মধ্যে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হবার কথা রয়েছে। এছাড়া উভয় দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেটরো) এবং বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী করা হচ্ছে। আশা করা যায়, আগামী দিনগুলোকে বাংলাদেশের সাথে জাপানের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অনেক বৃদ্ধি পাবে।

 মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি **(ITO Naoki)**-এর সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

 টিপু মুনশি বলেন, দেশের বিভিন্ন এলাকায় একশ’টি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক দেশ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছে। জাপানেরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। গত বছর বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ এসেছে জাপান থেকে। জাপানের সাথে বাংলাদেশে বাণিজ্যও বাড়ছে। জাপানে বাংলাদেশের তৈরিপোশাক, চামড়া ও পাটজাত পণ্য-সহ অন্যান্য পণ্যের অনেক চাহিদা রয়েছে।

 জাপানের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ ইজ অভ্ ডুয়িং বিজনেস র‌্যাংকিংয়ে এগিয়ে যাওয়ায় জাপান খুশি। জাপান আশা করে বাংলাদেশের জিডিপি দুই অংকে উন্নীত হবে। জাপান বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। বাংলাদেশ চাইলে জাপানের সাথে এফটিএ করতে পারে। বাংলাদেশে হালকা যন্ত্রপাতি উৎপাদনে বেশ ভালো করছে, জাপান এখাতে সহায়তা দিতে আগ্রহী।

#

বকসী/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২০

**বিএনপি নেতারা বেগম জিয়ার মুক্তি নয়, বন্দিদশা ও স্বাস্থ্য নিয়ে রাজনীতি করতে চায়**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

**ঢাকা, ৬** ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি নেতাদের বক্তব্যে মনে হয়, তারা বেগম জিয়ার মুক্তি নয়, বন্দিদশা আর স্বাস্থ্য নিয়ে রাজনীতিই করতে চায়।’

 আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন আয়োজিত ‘শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ’ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সমসাময়িক রাজনীতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী একথা বলেন।

 ‘বিভিন্ন সময় বিএনপি’র বিভিন্ন জনের বিভিন্ন বক্তব্যে বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য ও তাকে মুক্ত করা নিয়ে তাদের মধ্যে যে মতদ্বৈততা, মতভেদ, সেটিই প্রকাশ পাচ্ছে’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘এতে মনে হয়, তারা বেগম খালেদা জিয়াকে বন্দি রেখেই এবং বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতাকে পুঁজি করেই রাজনীতিটা করতে চায়। তাদের কথাবার্তায় এটিই মনে হয়, বেগম জিয়ার মঙ্গল খুব একটা তারা চায় না।’

 বেগম জিয়ার মুক্তি দাবির বিষয়ে বিএনপি’র বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘গতকাল দেখলাম মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, তিনি প্যারোলোর কোনো কথা বলেন নাই। পরিবারের পক্ষ থেকে শুনি, পত্র-পত্রিকাতেও দেখেছি, বেগম জিয়াকে প্যারোলো মুক্তি দিতে হবে, যদিও এ ব্যাপারে কোনো আবেদন করা হয় নাই। মির্জা ফখরুল সাহেব একবার বলেন, তারা আইনের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করতে চান। আবার বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমে তারা বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে আনবেন।’

 এ সময় ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে অদ্যম গতিতে এগিয়ে চলছে, কেউ স্বীকার করুক বা না করুক বা কেউ দেখেও না দেখার ভান করুক, এটিই আজকে বাস্তবতা’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘যারা দেখে না দেখার ভান করে, তাদের রাজনীতিটা আসলে বেগম জিয়ার স্বাস্থ্যের মধ্যে আটকে আছে। তাদের গত কয়েক মাসের বক্তব্য বিবৃতি শুনলে এবং পড়লে মনে হবে তাদের রাজনীতির মূল বিষয় বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতা। সারা দেশে এত মানুষ অসুস্থ, সেগুলো নিয়ে কোন কথা নাই। বিরোধী দলের দায়িত্ব ছিল সমালোচনার মাধ্যমে দেশ যাতে আরো বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত হয়, সেদিকে দৃষ্টিপাত করা। সেটি না করে তাদের রাজনীতিটা শুধুমাত্র বেগম জিয়ার অসুস্থতার মধ্যে আটকে আছে।’

 ‘আমি আল্লাহ’র কাছে প্রার্থনা করি তাদের রাজনীতিটা যেন বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য থেকে মুক্তি পায়’, বলেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশে যদি অপরাজনীতি না থাকতো, বাংলাদেশে যদি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি না থাকতো, বাংলাদেশে যদি সাংঘর্ষিক রাজনীতি না থাকতো, রাজনীতির নামে বিএনপি’র মানুষকে অবরুদ্ধ করে রাখা, মানুষের ওপর বোমা নিক্ষেপ করা, নিরীহ মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করা, বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে আগুন দেয়া, ঘুমন্ত মানুষের ওপর পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করার এই অপরাজনীতি যদি বাংলাদেশে না থাকতো, বাংলাদেশ গত ১১ বছরে আরো বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতো।’

 আগামী মুজিববর্ষের অঙ্গীকার হবে বাংলাদেশ থেকে সমস্ত অপরাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে নির্মূল করা, বলেন মন্ত্রী।

 ড. হাছান বলেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকে বাংলাদেশ ইপিপিতে পৃথিবীর ২৯তম অর্থনীতির দেশ। তাঁর নেতৃত্বে আমরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানব উন্নয়ন সূচকসহ সমস্ত সূচকে পাকিস্তানকে অতিক্রম করেছি। আজকে পাকিস্তান আমাদের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করে এবং বলে যে, আমরা বাংলাদেশ হতে চাই। আমরা এই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, তারা এখন আক্ষেপ করে বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে, আর বলে যে, আমাদেরকে বাংলাদেশের মতো বানানোর চেষ্টা কর। এখানেই বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সার্থকতা।

 ঢাকা জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি জহিরুল হক পিলু’র সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব শাবান মাহমুদ বক্তৃতা করেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬১৯

**ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর সাথে জাইকা প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ**

**ঢাকা, ৬** ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমানের সাথে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে জাইকার চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ হিতিওসী হিরাতা (Hitioshi Hirata) এর নেতৃত্বে ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে । এ সময় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ কামাল উপস্থিত ছিলেন।

 সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদল জাইকা’র অর্থায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন । চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতিতে প্রতিনিধিদল সন্তোষ প্রকাশ করে এবং অর্থায়ন অব্যাহত রাখার আশ্বাস প্রদান করে ।

 এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে জাপানের মতো ভূমিকম্প সহনীয় রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় সরকার। এজন্য পুরাতন ভবনগুলো সংস্কার করে ভূমিকম্প সহনীয় করে গড়ে তোলা হবে । ভূমিকম্প সহনীয় নতুন ভবন নির্মাণে এবং বাংলাদেশের স্থপতি ও প্রকৌশলীদের এলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানে জাইকা'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা কামনা করেন প্রতিমন্ত্রী।

 প্রতিনিধিদলের নেতা বাংলাদেশের প্রশংসা করে বলেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বে রোল মডেল। ভূমিকম্প সহনীয় নতুন ভবন নির্মাণে জাইকা প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে বলে তিনি প্রতিমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন ।

#

সেলিম/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬১৮

**নদীতীরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্ছেদ নয় বরং সমন্বয় করতে চাই**

 **- নৌপ্রতিমন্ত্রী**

**ঢাকা, ৬** ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, নদীতীরের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অনুভূতির সাথে যুক্ত। সেগুলো সমন্বয়ের লক্ষ্যে ইসলামিক চিন্তাবিদ, আলেম ওলামা, মাসায়েখ যারা ধর্ম প্রচার করে থাকেন তাদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্ছেদ নয় বরং সেগুলোর সমন্বয় করতে চাই।

 প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নদীর তীরভূমিতে বিদ্যমান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্থাপনা পুনঃস্থাপন সংক্রান্ত বৈঠকে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঢাকাকে বসবাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। নদীতীর দখলমুক্ত ও দূষণমুক্ত করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। নদীতীর ভূমি দখলমুক্ত, দূষণমুক্ত এবং নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত একবছর বাধাহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে মিডিয়ার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ের লক্ষ্যে আরো সার্ভে করার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আবদুস সামাদ, ধর্ম সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কাজী আশরাফ উদ্দিন, বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, অর্থ বিভাগ, রাজউক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিনিধিবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, ঢাকা, টঙ্গি ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদীর (বৃত্তাকার নৌপথ অংশ) তীরভূমিতে অননুমোদিতভাবে গড়ে উঠা ১১৩টি ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও মাজার ৭৭টি; কবরস্থান ও মৃত ব্যক্তির গোসলখানা পাঁচটি; ঈদগাহ একটি; স্কুল ও কলেজ ১৪টি; স্নানঘাট, মন্দির ও শ্মশানঘাট ১৩টি এবং অন্যান্য তিনটি প্রতিষ্ঠান।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২০/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬১৭

**করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বাংলাদেশিদের বিষয়ে অবহিত করণ:**

**ড. মোমেনকে সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোন**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনকে সিঙ্গাপুরে করোনাভাইরাস আক্রান্ত প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিষয়ে ফোনে অবহিত করলেন সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী Dr. Vivian Blakrishnan।

 Dr. Vivian আজ সকালে ফোনে ড. মোমেনকে জানান, সিঙ্গাপুরে ৫ জন বাংলাদেশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। এর মধ্যে ১ জনের অবস্থা আশংকাজনক, তাকে ১৩ দিন যাবৎ আইসিইউতে রাখা হয়েছে। তিনি পূর্ব থেকে নিউমনিয়া ও কিডনি সমস্যায় ভুগছেন। তিনি আরো জানান, সিঙ্গাপুর সরকার করোনাভাইরাস আক্রান্ত বাংলাদেশি রোগীদের চিকিৎসায় যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বাংলাদেশি প্রবাসীরা যাতে আক্রান্ত না হয় সে বিষয়ে সিঙ্গাপুর সরকার অত্যন্ত সচেতন।

 ড. মোমেন এ সময় সিঙ্গাপুরের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও উদ্যোগে বাংলাদেশের আস্থা আছে বলে উল্লেখ করেন।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৫৪৭ ঘণ্টা

Handout Number: 616

**Foreign Minister inaugurated the Session of Reform the OIC**

Dhaka, 19 February:

 Foreign Minister Dr. AK Abdul Momen inaugurated the Second Brainstorming Session on Comprehensive Reform of the OIC at Hotel Intercontinental in Dhaka Today. The two days session jointly co-chaired by Bangladesh, Turkey and Saudi Arabia for
re-engineering legal, political and administrative architecture of the OIC is expected to come up with stronger policy recommendations.

 In his opening remarks the Foreign Minister urged the delegates from all OIC member states, OIC General Secretariat, and Organs of OIC to offer views and visions to identify areas, issues and possible solutions towards a comprehensive reform of the OIC. He hoped that delegates would come up with mechanism for making the organisation more relevant to the Ummah that it serves keeping national interests aside. Dr. Momen congratulated the Gambia, and indeed, the whole brotherhood of the OIC, for its innovative approach towards resolving the Rohingya crisis through international legal mechanism at the ICJ.

 Dr. Momen also noted that Bangladesh always wants to ensure that mechanisms and initiatives created for dispute and conflict resolution and diffusion of tension through peaceful means like mediation, arbitration, joint diplomatic moves and peace-making missions are activated, harmonized and put into operation. The foreign minister made a clarion call to stop the fratricidal conflicts plaguing the Muslim ummah.

 As Co-Chair from the host country Foreign Secretary Masud Bin Momen conducted the inaugural ceremonies.

#

Tohidul/Anasuya/Rezzakul/Shamim/2020/1551 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬১৫

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সোনার মানুষ গড়তে কাজ করছে স্কাউট**

 **-শিক্ষামন্ত্রী**

কক্সবাজার, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, সৎ, চরিত্রবান, পরিশ্রমী, বিনয়ী, ত্মনির্ভরশীল ও সুস্থ নাগরিক তৈরিতে কাজ করে স্কাউট। পাশাপাশি নিয়মানুবর্তিতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতেও ভুমিকা রাখে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন সে সোনার বাংলা গড়তে যে সোনার মানুষ দরকার স্কাউট সেই সোনার মানুষ গঠনেই কাজ করছে। তিনি গতকাল টেকনাফের সাবরাং এ বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় পর্যায়ের ২য় কমিউনিটি বেইজড ক্যাম্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

 দেশের অন্যতম পর্যটন এলাকার গ্রামীণ জনপদের জীবন জীবিকার সাথে স্কাউটদের পরিচিত করার আয়োজনকে গঠনমূলক হিসেবে মন্তব্য করে যুববয়সীদেরকে দেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ অনুষ্ঠান উদ্বুদ্ধ করবে বলে মন্ত্রী আশা করেন।

 অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান কমিশনার ও ক্যাম্প চিফ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (অনুসন্ধান), ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

 বঙ্গোপসাগরের কোলঘেষে টেকনাফের সাবরাং এর টুরিজম পার্ক এলাকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত স্কাউট ও রোভারবৃন্দ এবং যুক্তরাজ্য, নেপাল ও ভারতের স্কাউটবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

 ২০২১ সালের আন্তর্জাতিক স্কাউট জাম্বুরি টেকনাফের সাবরাং এ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়।

#

খায়ের/অনসূয়া/পরীরিক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১২০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬১৪

**একুশে পদক ২০২০ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘একুশে পদক ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের মাস, বাঙালির প্রাণের ভাষা- বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাস। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা অর্জনের আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদের রক্তের অক্ষরে লেখা হয় ‘আমার মাতৃভাষায় কথা বলতে চাই’। এই ভাষার মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে আত্মাহুতিদানকারী বীর শহিদ রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, শফিউদ্দীন, সালামসহ ভাষা শহিদদের। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভাষা সৈনিকদের।

 একুশ আমাদের অমিত প্রেরণার উৎস। একুশ মানেই মাথা নত না করা, একুশ মানেই একাত্তরের দিকে অনন্ত অভিযাত্রা, ভাষাভিত্তিক-ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা। একুশের চেতনায় আমরা মুক্তিযুদ্ধসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রামে এগিয়ে গিয়ে বিজয়ী হয়েছি। আমরা আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গণে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন শুধু বাঙালিকে নয়, সমগ্র মানবজাতিকে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আমরা বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা ও ভাষা সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

 মহান একুশের চেতনা ‍ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারণ করে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়ন বিস্ময়। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই মন ও মননের প্রকাশ এবং সুচিন্তন কর্মকে সাধুবাদ জানিয়ে সকল সহযোগিতা করে থাকে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা, স্বাধীন মত প্রকাশ এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার জন্য বর্তমানে দেশে অত্যন্ত সুন্দর ও আন্তরিক পরিবেশ বিরাজ করছে। আমি একুশে পদক ২০২০ প্রাপ্তদের আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি এবং পদকপ্রাপ্তদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত চিত্তে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

 আমি প্রত্যাশা করি, আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/১১.০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬১৩

**একুশে পদক ২০২০ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘একুশে পদক ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘একুশে পদক ২০২০’ প্রাপ্ত গুণীজনদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। মুজিববর্ষের প্রাক্কালে এবারের একুশে পদক প্রদানের এ আয়োজন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

স্বাধীনতা বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল। আমি ৫২’র মহান ভাষা আন্দোলনসহ আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ সংগ্রামে অমর শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্ৰদ্ধা।

একুশকে জাতীয় স্মারকে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশের যে সকল কৃতী সন্তান তাঁদের মনন ও মেধার সমন্বয়ে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের নানা অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয় একুশে পদক। প্রতি বছরের মতো এবারও যাঁরা এই সম্মান পেলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে দেশে মেধা ও মনন চর্চার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আমি মনে করি।

বায়ান্ন’র ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে এ দেশের ছাত্র ও তরুণসমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা সেদিন দিকনির্দেশনা পেয়েছেন সমাজের বুদ্ধিজীবী ও মুক্তমনা অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে। এ বছর যাঁরা একুশে পদক পেলেন তাঁরাও সেই চেতনা বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আমি তাঁদের সৃষ্টিশীল অবদানের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আগামীতে এসব আলোকিত গুণীজন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আরো উৎকর্ষের স্বাক্ষর রাখবেন - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘একুশে পদক ২০২০’ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১১.০০ ঘণ্টা